মানব জাতিকে পাগল ও পঙ্গুত্বের হাত থেকে
রক্ষা করার অন্যতম মুক্তিদূত

মেডোরিণাম

ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী

মডার্ণ পাবলিকেশন্স

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্ব-ভাষণ	৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়ের শুভেচ্ছা	৯
শুভেচ্ছা বার্তা-১	১১
শুভেচ্ছা বার্তা-২	১২
মেডোরিণাম	১৫
সূচনা	১৫
আকৃতি	১৬
প্রকৃতি	১৬
মানসিক লক্ষণাবলী	১৭

স্মৃতি- ১৭/শংকাকুল-১৮ / ক্রন্দনশীলতা- ১৯ / ব্যস্তবাগীশ - ১৯ /

ক্রোধ - ১৯ / মানসিকতা - ১৯ / স্বপ্ন - ১৯ / বুদ্ধিভ্রংশ - ১৯

দৈহিক লক্ষণাবলী	২০

মাথা ও মস্তিষ্ক - ২০ / চোখ - ২১ / কান - ২১ / নাক - ২১ /

মুখ ও মুখমণ্ডল - ২২/ ঘাড়, গলা ও পৃষ্ঠদেশ - ২২ /

পাকস্থলী ও পেট - ২৩/ পায়খানা - ২৩ / প্রস্রবা - ২৪ /

জননেন্দ্রিয় - ২৪ / জননেন্দ্রিয় (স্ত্রী) - ২৫ / মেয়ে - ২৫ /

সদ্যজাত চর্ম - ২৭ / কণ্ঠ, কণ্ঠনালী ও বক্ষ - ২৯ /

হৃদযন্ত্র - ৩০ / অঙ্গপ্রত্যঙ্গ - ৩০ / পায়ের নাচন - ৩১ /

গতি, স্থিতি, বিশ্রাম - ৩১ / স্নায়বিকতা - ৩২ / ঘুম - ৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতু ও আবহাওয়া	৩৩
জ্বর	৩৩
অবস্থান সাময়িকী	৩৪
আক্রান্ত স্থান	৩৪
অনুভূতি	৩৫
সম্বন্ধ	৩৫
ভেষজ শক্তি	৩৫
রোগীলিপি	৩৭
মৃত্যুঞ্জয়ী নবতম প্রক্রিয়ার ওষুধ (প্রথম চিত্র)	৩৯
নতুন প্রক্রিয়ার ঔষুধে আরোগ্যের আদর্শ (দ্বিতীয় চিত্র)	৪১
মৃত্যুর কোল থেকে মানুষকে ছিনিয়ে আনতে পারে হোমিওপ্যাথি (তৃতীয় চিত্র)	৪৪

মানব জাতিকে পাগল ও পঙ্গুত্বের হাত থেকে রক্ষা করার অন্যতম মুক্তিদূত

মেডোরিণাম

সূচনা

গনোরিয়ার বিষ (The Gonorrhoeal Toxin) থেকে মেডোরিণাম তৈরী। ১৮৭৫ সালে নিউ ইয়র্কের ডাঃ বায়োগনার কর্তৃক প্রচলিত। অন্যমতে ১০০ বছর আগে মেডোরিণাম আমেরিকার ডাঃ সোয়ানের অবদান। তার ৪ বছর পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নিসার (Neisser) কর্তৃক গণোকক্কাস জীবাণু আবিষ্কৃত হয়। ডাঃ সোয়ান, রেন ডেল, অ্যালেন, ফিংক, নর্টন, ফ্রষ্ট, ফ্যারিংটন, ক্লীভল্যাড, লৌরা, মরগান, বেরিজ, ওইলভার, হিডিংস, ওষ্ট্রন, পীচ, কার ও বিগলার কর্তৃক এটা পরীক্ষিত। আমরা মহামতি ডাঃ অ্যালেন-এর অনুসারী হয়ে এবং ব্যক্তিগত বাস্তব সব অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে বর্তমান পুস্তকের অবতারণ করছি। বাংলা ভাষায় মেডোরিণামের ওপর এত তথ্যবহুল আলোচনা এই প্রথম। ১৩৬৭-৬৮ সালের মাসিক 'হ্যানিমান' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় আমার "ক্ষয়োন্মুখী মানব জাতির প্রতি টিউবারকুলিনামের অবদান" শীর্ষক নোসোড ওষুধটি প্রকাশিত হবার পর দেশ-বিদেশের বহু সমধর্মী বন্ধু আমাকে নোসোডগুলো তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁদের আদেশ পালন করার জন্যে উদগ্রীব থাকলেও সময়াভাবে এখনও লেখা সম্ভবপর হয়নি। ইতিপূর্বে মাসিক হানিম্যানে "সোরিণাম" প্রকাশিত হয়েছে এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সবগুলো লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারব।

মেডোরিণাম একটি সুগভীর অ্যান্টিসাইকোটিক ভেষজ। নোসোড জাতীয় ওষুধসমূহের মধ্যে এটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক 'চাপা' দেওয়া চিকিৎসায় যতই গণোরিয়াকে একদিকে চাপা দেবার অপচেষ্টা হচ্ছে, ততই অন্যদিকে মানবজাতিকে বাত, উন্মাদ, নেফ্রাইটিস, রিকাইটিস, হাঁপানী, প্রদরসূতিকা প্রভৃতি নানাবিধ স্ত্রীরোগ গ্রাস করে চলেছে দিনের পর দিন। বিশেষতঃ সাইকোসিস চাপা দেবার ফলে যে কোন সময়েই দুনিয়া পাগলা গারদে পরিণত বা দুনিয়াকে পঙ্গু-অর্থব করে ফেরতে পারে, তাই চিন্তা করার দিন সমাগত। আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় একথা জোরের সাথে বলতে পারি সাইকোসিসের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেখানে সভ্যতার কলঙ্ক গণোরিয়া চাপা পড়ে অন্য যে কোন রোগের সৃষ্টি হয় সে সব ক্ষেত্রে সদৃশ লক্ষণসূত্রে মেডোরিণাম অমৃতবৎ। ডাঃ ঘটক বলেন, "ইহা আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার অত্যাবশ্যকীয় এমন কি নিত্যব্যবহার্য রত্নস্বরূপ।" কাজেই এই মহামূল্যবান রত্নটির পরিচয় আসুন আমরা যত্নসহকারে সংগ্রহ করি।

এটা গণোরিয়ার সপুঁজ বীজানুর বিষ থেকে প্রস্তুত হয়েছে বলে গণোরিয়ার ক্ষেত্রে বা যেখানে গণোরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যাবে সেখানেই মাত্র ব্যবহৃত হবে এমন কোনও কথা নেই। আমাদের অন্যান্য ওষুধ যেমন লক্ষণসমষ্টির ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হয়—

এক্ষেত্রেও তদ্রুপ করতে হবে। এমনকি, সাইকোসিসের ইতিহাস না থাকলেও। মেডোরিণামকে শুধুমাত্র অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ বললে খুবই কম বলা হবে। ত্রিদোষের সমাহার এতে দেখতে পাবেন। তদুপরি এটি গভীর অ্যান্টিটিউবারকুলার ওষুধ। তাই বলছিলাম এটি একদিকে যেমন সুগভীর সর্বদোষহর ওষুধ, অন্যদিকে তেমনি সদা প্রয়োজনীয় ভেষজরাজির মধ্যে অন্যতম। মেডো বিশেষতঃ "Mind, Nerves, Mucus membranes, Lymphatics, Cellular tissues (Lungs, Pelvis, Joints), Spine, Kidneys, Left Ovary" প্রভৃতির ওপর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

আকৃতি

যে কোনও বর্ণের, আকৃতির রোগীতে সদৃশ লক্ষণসূত্রে এর কার্যকারিতা সমান। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মোটা অপেক্ষা একহারা, লম্বা, পাতলা, ফর্সা, ফ্যাকাশে গঠনের শরীরে এটি প্রশস্ত। চোখের বর্ণ ধূসর। রোগীকে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখা যায়। বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত। দেখতে অনেক সময় ফসফরাস বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু ফসফরাসের সাথে মেডোর মানসিক শারীরিক লক্ষণাবলীর পার্থক্য যেন ভুল না হয়। যাঁরা আগে মোটাসোটা ছিলেন ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছেন....যেন ক্ষয়পথের অভিযাত্রী, তাঁরাও অনেক সময় মেডোর ক্ষেত্র বলেই পরিগণিত হয়। আকৃতির কথা বলতে গিয়ে ডাঃ কেন্ট বলেন, 'বিমর্ষ, রক্তহীন যুবকেরা'– 'The pale waxy youngmen.' বার্ণেটের মতে, "........is largely a leftsided remedy." এর শিশুরা– শীর্ণ, বিমর্ষ, বামন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; মানসিকভাবে বোকাটে ও দুর্বল, মনসংযোগে অপারগ। মঙ্গোল আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশু।

প্রকৃতি

প্রমেহ– মেহ বা মেহ সম্ভূত লক্ষণে মেডো ভরপুর। প্রসাবের জ্বালা। প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। ধীরে ধীরে মূত্রস্রাব। প্রস্রাবে পুঁজ বা আগে পরে পুঁজ। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি। রোগীর মনটি প্রস্রাব বা মূত্রযন্ত্রের ওপর পড়ে থাকে।

বাত–মেডোরিণাম রকমারী বাতের উপসর্গে ভর্তি। বিশেষতঃ গণোরিয়ার পুঁজ ইঞ্জেকশনে, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে চাপা পড়ার পর বাতের সৃষ্ট হয়। বর্ষাকালে বাত বেদনা বৃদ্ধি (থুজা, নেট্রাম-সাল্‌ফ) মেডোর অন্যতম লক্ষণ।

জ্বালা–অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ডাঃ অ্যালেন বলেন, "সাল্‌ফের জ্বালা ও জিঙ্কামের পা নাড়া উভয় লক্ষণই মেডোতে বিদ্যমান।" হাত-পা-মাথা সর্বশরীরে জ্বালা। বিশেষতঃ পায়ের তালু জ্বালা একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। তৎসহ প্রস্রাবে জ্বালা আছে বা ছিল লক্ষণ যদি পাওয়া যায় তো সোনায় সোহাগা।

গরমকাতরতা–একটি মূল্যবান লক্ষণ। গরম মেটেই সহ্য হয় না। খোলা গায়ে উন্মুক্ত বাতায়ণে থাকাই সর্বদা কামনা করে। ঘরের দরজা-জানালা খোলা চায়। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য, আছে—যখন মেডোর রোগী ক্ষয়ের দিকে যাত্রা করে তখন গরম চায় বা কিছুক্ষণ গরম, কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা চায়।

উপযুক্ত ওষুধের ব্যর্থতা–যে সমস্ত রোগীতে, বিশেষতঃ বাত ব্যাধিগ্রস্তদের, যদি উপযুক্ত ওষুধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাঁদের ক্ষেত্রে মেডো অবশ্য চিন্তেয়।

উপচয়– এর লক্ষণগুলো, বিশেষতঃ বাতের উপসর্গ বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়। সূর্যাদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি (সিফিলিনামের বিপরীত)। ঝড় বৃষ্টি বা ঝড় আসার পূর্বে ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়। দিনের বেলায় খিটখিটে, রাত্রে উল্লসিত। দিনের বেলায়, ভোর ৩-৪টায়, এখানে একটি বড় বৈশিষ্ট্য—এর শারীরিক উপসর্গ দিবাভাগে ও মানসিক লক্ষণগুলো রাত্রে বাড়ে (...........Mental symptoms of medo case most violent at night- Dr. kent)। রোগের কথা চিন্তা করলেই রোগ বাড়ে (অ্যাসিড অক্স, হেলোন।)। বজ্রপাতে, উত্তাপে, রোদে, আবৃতাবস্থায়, বদ্ধঘরে, পার্বত্য অঞ্চলে রোগ বাড়ে। লোনা জলে স্নানে, বৃষ্টিতে ও নড়াচড়ায় বাড়ে (ব্রায়ো)। মাসিকের সময় (ছোট ছোট ফোড়া), পাঠে (স্বরভঙ্গ) ও বামপার্শ্বে।

উপশম–খোলা, মুক্ত বাতাসে, সমুদ্র তীরে উপশম বোধ করে (নেট্রাম–সমুদ্রতীরে বাড়ে)। বাতপীড়া ছাড়া অন্যান্য রোগ বর্ষাকালে কমে। পাকস্থলীর ওপর চাপ দিয়ে থাকলে পেটের পীড়া ও কাশি কম লাগে। জোরে চাপলে।

ইচ্ছা–মদ্যপানে, মাদকদ্রব্যে আসক্তি। কড়াদ্রব্যে স্পৃহা। অতিমাত্রায় লবণপ্রিয় (নেট্রাম, থুজা)। ঝাল; টক, মিষ্টিতে আগ্রহ 'বিশেষতঃ টকে অদম্য স্পৃহা, অ্যাসিডিটির রোগী– যা কিছু খায় অ্যাসিডে পরিণত হয়—তবুও টক ভাল লাগে—এ লক্ষণে মেডো আরোগ্য করেছে। সবুজ ও রসালো ফলমূলে স্পৃহা—বিশেষতঃ কমলা-কাগজি লেবু। বরফ খাবার ইচ্ছা (ফসফরাস, ভিরেট)। গরম খাবার চায়। দুধে স্পৃহা। মাংসে আসক্তি।

অনিচ্ছা– তেতো পছন্দ করে না। বাসী জিনিস অপ্রিয়। নিরামিষ খেতে চায় না। ডিমে আগ্রহ নেই। রুটি, মাখন ও চর্বিতে অনীহা দেখা যায়।

মানসিক লক্ষণাবলী

স্মৃতি–মেডোরিণামের মনোলক্ষণ আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে স্মৃতিশক্তি-হীনতার কথাই মনে পড়ে (অ্যানাকার্ডিয়াম)। এত ভুল প্রবণতা, এত বেশী স্মৃতিভ্রংশ লক্ষণ বর্তমান থাকলে–অনেক ক্ষেত্রে মেডোরিণামই আরোগ্য সাধন করে।

পড়ুয়াদের পড়া মনে থাকে না। বানান করতে ভুল করে। নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের নাম মনে থাকে না। স্মৃতিহীনতার দরুন ব্যবসা চালাতে অপারগতা।

সকালের ঘটনা বিকেলে মনে থাকে না। এমনকি একঘন্টা আগে যা হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারে না। আজ কি দিয়ে খেয়েছে কাল তা মনে থাকে না। বাজার করতে গিয়েছে—কি কি আনতে হবে ভুলে গেছে।

নিজের ভুলের জন্যে নিজেরই বিরক্তি। জীবনে বিতৃষ্ণা। হতাশা। ভাবে– আমার দ্বারা কিছু হবে না।

আগে স্মৃতিশক্তি ভালই ছিল—কিন্তু গণোরিয়ায় ভোগার পর থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এরকম নানা প্রকার স্মৃতিহীনতার কথা—ভুল প্রবণতার কথা শুনলেই

একবার মেডোকে স্মরণ করবেন।

স্মৃতিশক্তি দুর্বল, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি প্রশ্নে মেডো ছাড়াও যে সব ওষুধ প্রথম শ্রেণির তন্মধ্যে—অ্যাম্ব্রাগ্রেসিয়া, আর্জেন্টাম নাইট, আর্স, ব্যারাইটা কার্ব, বের, বিউফো, কার্বন সাল্‌ফ, কষ্টিকাম, ককুলাস, কলচিকাম, কোনায়াম, গ্লোন, হায়োসিয়ামস, হিপার, হেলিবোড়াস। কেলি ফস, ল্যাকেসিস, লাইকো, মার্ক, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স মস, ফসফরিক অ্যাসিড, ফস, প্লাটিনা, প্লাম্বাম, সিপিয়া, ভিরেট্রাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজেই প্রয়োগ ক্ষেত্রে তুলনা করা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে কেন্টের রেপার্টারীর ২২৯ পৃষ্ঠা ও বোরিকের মেটেরিয়ায় রেপার্টরী অধ্যায়ে (পৃঃ ৬৯৪-৬৯৫) "Memory-Forgetful, weak or lost" সুধী পাঠকেরা দেখে নেবেন।

এখানে আমাদের আরও মনে রাখতে হবে বংশগতভাবে বা স্বোপার্জিত গণোরিয়ার ইতিহাসযুক্ত রোগীর স্মৃতিশীক্তহীনতায় সৃদশ লক্ষণে মেডো অত্যন্ত উপযোগী। কথা বলতে বলতে কথার খেই বা সূত্র হারানো (লাইকো), চিন্তার সূত্র হারানো (ক্যানাবিস ইন্ডিকা, ককুলাস, হায়ো) এটাতে বেশ দেখা যায়। এর রোগী কোনও বিষয়ে দুটি লাইন পড়তে না পড়তেই প্রথমটি ভুলে যায় (হেলিবোরাস, ল্যাকে, স্ট্যাফি। সবরকমের নাম ভুলে যাওয়া এর একটি মূল্যবান লক্ষন (অ্যানাকার্ড, লাইকো, সালফার)।

অপুষ্ট, খর্বাকৃতি, শীর্ণ ও রক্তহীনতাযুক্ত শিশুরা দুর্বল ও বুদ্ধিশূন্য মন নিয়ে শীর্ণতা জাতীয় ক্ষয়রোগে বা পরিপাক যন্ত্রের রোগে ভোগে। স্মৃতি ও বুদ্ধির অভাবে স্কুলের পড়া চালিয়ে যাওয়া এদের পক্ষে কষ্টকর। অন্যদিকে দুষ্টবুদ্ধি ও অসাধুতায় এরা পটু। কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারে না। কোনও বিষয়ে চিন্তা বা তর্ক করে বা যুক্তি দিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না অথবা ঐ শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলে।

স্মৃতিভ্রংশতায় এবং জ্বালা ও গরমকাতরতায় সালফারের সাথে এর তুলনা করা যায়। তবে সালফারের রোগী নোংরা, ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং সোরা-প্রধান। মেডোর রোগী আত্মগ্লানিতে ভোগে এবং কি করে নিজের এই কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে তাই ভাবে। এটি সাইকোসিস-প্রধান।

স্নায়বিক দুর্বলতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে এ রোগীর প্রায়ই ভয় হয় যে সে পাগল হয়ে যাবে।

এটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো রোগী যখন অত্যন্ত শারীরিক মানসিক দুর্বলতায় ভোগে ও যখন তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন তখন সে বিশ্রামের পরিবর্তে অত্যন্ত অস্থিরতা ও ব্যস্ততার সাথে শারীরিক-মানসিক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে।

শংকাকুল— অন্ধকারে কোথাও যেতে ভয়। অন্ধকার ভীতি। সর্বদা খারাপ কিছু ঘটবে মনে করে। কি যেন হবে—যেন কিছু ঘটবে। উন্মাদ হয়ে যাবার ভয়।

অমার্জনীয় কোনও অপরাধ করে ফেলেছে বলে আশঙ্কা। ভাবে নরকে বাস অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুভয় (আর্স, অ্যাকোনাইট) মেডোর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সর্বদা ভাবে সে যেন মরতে যাচ্ছে। সর্বদা মৃত্যু ভয়ে কাতর (feels he is going to die)।

এমনকি আর্সেনিকের মতো আত্মীয়স্বজনের সাথে শেষ সাক্ষাৎ করতে চায়। ডাঃ নরেন ব্যানার্জি বলেন, "মেডোরিণামে মৃত্যু ভয় অত্যন্ত প্রবল। সে মনে করে আর ভাল হবে না। তাই নিদারুণ নৈরাশ্যে সে কেঁদে ফেলে!"

গোপন প্রিয়তা। উদ্বেগ, আশঙ্কা, ব্যাকুলতা। আর্সেও এসব লক্ষণ আছে, কিন্তু আর্স গরমকাতর নয়।

রোগী মনে করে যেন তাকে পেছন থেকে কেউ অনুসরণ করছে (অ্যানাকার্ডিয়াম, ফস, থুজা)। ভয় যেন পেছনে কেউ আছে। যেন কাঁধের ওপর দিয়ে কেউ উঁকি মারছে। তার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করছে।

ক্রন্দনশীলতা–ক্রন্দনশীলতার কথা শুনলেই আমাদের পাল্‌সের কথা মনে পড়ে। কিন্তু একথা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে মেডোর রোগীও কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। না কেঁদে পারে না। কান্নার জন্যে কথার সূত্র হারিয়ে ফেলে। রোগের কথা বলতে বলতে অনেকবার কান্না পায়। মেডো– রোগ যাতনা ও মৃত্যুভয়ে কাঁদে। পালসে– কোমল প্রাণে সহজে আঘাত লাগার ফলে কাঁদে। সিপিয়া– কেন কাঁদে নিজেই বোঝে না, উদাস প্রকৃতির কান্না।

ব্যস্তবাগীশ– সময় যেন কাটতেই চায় না (Time passes slowly to it – Arg N, Can. Ind., Tuber)। অল্প সময়কে দীর্ঘ মনে হয়। কোথাও যাবার সময় এমন বাড়াবাড়ি করে যে নিজেই শ্রান্ত হয়ে ওঠে, হাঁফিয়ে ওঠে। কোনও বিষয়েই ধৈর্য নেই। সদা ব্যস্ত, ত্রস্ত। অত্যন্ত স্নায়বিক। কিছুতেই বসে থাকতে পারে না। অতিমাত্রায় বাচাল (ল্যাকেসিস)। কথা যেন শেষ হয় না। বার বার বলেও লক্ষণের বর্ণনা যেন শেষ হয় না।

ক্রোধ– অল্পেই রাগ। মনপ্রাণ ক্রোধে ভরপুর। কোনও কারণ ছাড়াই রাগ। নিজের কাছেই রাগের কারণ অজ্ঞাত। তবুও না রেগে পারে না। এক ঘন্টার আগের ঘটনাকে এক বছর আগের মনে করে।

মানসিকতা– বিমর্ষ, হতাশ, আরোগ্যে হতাশ, আনমনা, দুঃখিত। মনে করে আমি আর ভাল হবো না। এতই তাঁর নৈরাশ্য। এক সময়ে খুব হাসিখুশী। পরে আবার বিমর্ষতা। অতিমাত্রায় লেঅভী (লাইকো) (Great selfishness)। লেখাপড়ায় স্নায়বিক যাতনা বাড়ে। বিরক্তি।

রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে করতে সূত্র হারিয়ে ফেলে। কথায় সূত্র হারায়। কি বলছিল মনে থাকে না। পর পর জিজ্ঞাসা। ধর্ম প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। স্থিরভাবে কিছু চিন্তা করতে পারে না। মনোযোগ দিয়ে কোনও কাজ করতে পারে না। ভাবে জীবন অসাড় অলীক। Sensation as if all life was unreal, like a dream. সহজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। তবুও কিছু না করে পারে না। আত্মহত্যার ইচ্ছা (অরাম মেট– আত্মহত্যা করতে চায়)। আত্মহত্যার চিন্তাসহ বিষণ্ন। রোগের কথা চিন্তা মাত্র সেই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মানসিক শ্রমে অস্বস্তি।

স্বপ্ন– মরা মানুষের স্বপ্ন। সাইকোসিসের এটি একটি বড় লক্ষণ। স্বপ্ন দেখে সে যেন উড়ে যাচ্ছে (থুজা) বা পড়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে সাপের স্বপ্ন (ল্যাক ক্যান)।

বুদ্ধিভ্রংশ–সাইকোসিসের প্রথমাবস্থায় যেমন স্মৃতিভ্রংশ চলে আসে– শেষ অবস্থায় এটি তেমনি রোগীর বুদ্ধি প্রবৃত্তিটাকেই একেবারে ধ্বংস করে দেয়। পাগল বা পাগল প্রায় করে তোলে। সংসারের আর কোনও কাজে আসে না। আমাদের দেশে বা বিদেশে রাস্তায় রাস্তায় পথে পথে যে সব অসংখ্য পাগল দেখতে পান, নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে পানের তারা অধিকাংশই সাইকোসিসের সৃষ্টি; সদৃশলক্ষণ সূত্রে মেডোরিণাম দুনিয়াকে 'পাগলা-গারদ' থেকে রক্ষা করতে সবিশেষ উপযোগী।

আমাদের মতো স্বল্প শিক্ষিত ও অনুন্নত দেশে মেয়েদের 'পরীতে পায়', 'ভূতে ধরে', 'জিনে চাপে'; সবগুলোর গোড়াতেই সাইকোসিস বর্তমান থাকে। এসব মানসিক রোগকে তাড়াবার জন্যে হাট বসায়, 'বাজার বসায়', কতো না অবৈজ্ঞানিকভাবে অর্থের সর্বনাশ করে। এ সবই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অ্যান্টিসাইকোটিক চিকিৎসা যথার্থভাবে করতে পারলে এসব 'জিন-পরী-ভূত' যে দেশ ছেড়ে পালাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। আমাদের হাতে– আমাদের সমধর্মী বন্ধুদের হাতে— হোমিওপ্যাথিতে এরকম কত রোগী যে আরোগ্য হয়েছেন-হচ্ছেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে স্বামী সহ একসঙ্গে চিকিৎসা করতে হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে হলে স্ত্রীসহ চিকিৎসার দরকার।

মেডোর মনোলক্ষণ লিখে শেষ করার উপায় নেই। ডাঃ নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "এই প্রাণহীনা পিশাচিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করা এক দুরূহ ব্যাপার।" সাইকোসিসের প্রকৃতি এতই গভীর।

দৈহিক লক্ষণাবলী

মাথা ও মস্তিষ্ক– চুল উস্কু-খুস্কু। শুষ্ক। জটা বাঁধে। কেশ পাতলা। আগে মাথায় ঝাকরা ঝাকরা চুল ছিল। কিন্তু প্রমেহে ভোগার পর থেকে মাথার চুল কমতে কমতে টাক হয়ে গেছে।

মাথায় মরামাস। যতই পরিষ্কার করা হোক ২/১ দিন পর আবার হয়। মাথায় উদ্ভেদ। নানা জাতীয়। খুব চুলকায়। মাঝে মাঝে চুলকনা বিহীন চর্মরোগও দেখা যায়।

মাথায় জ্বালা, অসহ্য (সালফ, ফস, ল্যাকেসিস)। যতই জ্বালা, ততই ঠাণ্ডা তেল ও জল ঢালে। কিন্তু যতক্ষণ দেয় ততক্ষণ উপশম, পর মুহূর্তে পূর্ববৎ।

একই সঙ্গে মাথা জ্বালা ও কামড়ি। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আরম্ভ হয়, বেলা পড়ার সাথে সাথে কমে (নেট্রাম, স্যাঙ্গুনেরিয়া, স্পাইজেলিয়া, গ্লোনইন)। মাথায় তীব্র খোট। আবার কামড়ি ২/৩ দিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলে।

রোগীলিপি–১৯৬০ সাল। শ্রীমতী রাণী চৌধুরী। ২২। ২ ছেলের মা। গুল্ম বায়ু। সপ্তাহে ২/৩ বার ফিট হয়। ১০/১৫ মিনিট থাকে। দাঁত মুখে খিচুনি। হাত পা খিঁচে। হাত পা ও মাথায় তীব্র জ্বালা। মাথার তালু দিয়ে গরম বায়ু ওঠে। শ্বেত প্রদর। আর দুর্দান্ত শিরঃপীড়া। মাসে ২/৩ বার ওঠে। ২/৩ দিন থাকে। খাদ্য-পানীয় বন্ধ হয়ে যায়। চোখ-মুখ কালো হয়ে যায়। সঙ্গে অসহ্য খোট। যাতনায় কান্নাকাটি করেন। চঞ্চলতা, স্মৃতিহীনতা, মরা মানুষের স্বপ্ন প্রভৃতি মেডোর মানসিক লক্ষণ। হিষ্টিরিয়া তো গেলই–

সঙ্গে সঙ্গে তার বহু বছরের শ্বেতপ্রদর, শিরঃপীড়া, হাত-পা-মাথা জ্বালারও নিবৃত্তি হলো। নয়াশক্তি প্রয়োগ করায় কোনও রকম ওষুধজঃ বৃদ্ধি হলো না। অধিকন্তু এতো কঠিন ও পুরনো রোগ মাত্র ৩ মাস চিকিৎসায় আরোগ্য হল। হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হয় না এ ধারণা অনেকের। তাও আরোগ্য হল। ওষুধ ছিল মেডোরিণাম-এম/১ থেকে এম/১০, শেষের দিকে সোরিণাম-এম/১ থেকে এম/৫/৪ আউন্স বোতলে ৩॥ আউন্স ফিল্টারের জল। ১০ ফোঁটা স্পিরিট। প্রতিটি ক্রমের একটি মাত্র অনুবটিকা। সেবনের পূর্বে ৮ ঝাঁকি। প্রতদিন সকালে খালিপেটে ১ দাগ। এতো গভীর কার্যকর ওষুধেরও ওষুধজঃ বৃদ্ধি দেখা যায়নি।

মাথা ব্যথা। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বৃদ্ধি। মাথা ভার। মাথা ঘোরে। নড়াচড়ায় বাড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল মাথা ঘুরছে। মাথা হাল্কা, ফাঁপা। মাথা অত্যন্ত গরম। ঠাণ্ডা তেল দিতে দিতেই শুকিয়ে যায়। ঠাণ্ডা লাগলেও সর্দি হয় না। বিষেশত প্রদরগ্রস্ত রোগীদের। গাড়িতে ভ্রমণ করার সময় মাথায় যাতনা ও উদরাময় বৃদ্ধি পায়।

মানসিক পরিশ্রমে মাথায় ধরে। মানসিক শ্রমে অপারগতা। মাথায় চাপ চাপ বোধ। স্নায়বিক শিরঃপীড়া। ঋতুকালীন মাথাধরা।

সাইকোসিস ইতিহাস যুক্ত রোগী প্রস্রাব করতে বসলে মাথায় ধাক্কা লাগার অনুভূতি। যেন পড়ে যাবে। ১৯৬২ সালে শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রলাল চৌধুরীর (৪২ বছর) এরকম লক্ষণও—সদৃশলক্ষণে মেডো প্রয়োগ করায় মাত্র এম/১-এক কোর্সেই এই 'ধাক্কা' লক্ষণটি বিদূরিত হয়। আরও কয়েক কোর্স মেডোতে অন্যান্য উপসর্গ দূর হয়।

চোখ—সাইকোটিক রোগীদের চোখের বিভিন্ন উপসর্গে সদৃশলক্ষণে মেডো সবিশেষ কার্যকর। চক্ষু কোটরাগত। আলোকাতঙ্ক। কৃত্রিম আলো অসহ্য। গরম সহ্য করতে পারে না। চোখ ওঠা। চোখে ঠাণ্ডা প্রয়োগের স্পৃহা। চোখ থেকে পুঁজ পড়ে। চোখ বুজে থাকে। এক বা উভয় চোখ লাল। ঘা। চোখে বালি পড়েছে এরকম অনুভূতি। কচ্ কচ্ করে। গরম বের হয়। চোখ ফোলে—পাতায় ঘা হয়। দ্বিত্ব দর্শন। বাইরের অক্ষর যেন কালো বিন্দুর মতো লাফায়। ক্ষুদ্র দেখায়।

চোখে কামড়ি। চোখ বুজে থাকতে হয়। চোখে জ্বালা। ঠাণ্ডায় উপশম। চক্ষুগোলকে স্নায়বিক যাতনা।

কান—কানে মল। কানে চুলকানী, ব্যথা। খোট। গণোরিয়া রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানদের যদি মেডোর লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে বধিরতা আরোগ্য করে। স্থায়ী বা অস্থায়ী বধিরতাও।

নাক— সর্দি ঘন। সর্দির সাথে মাথা ধরা। কামড়ি। সর্দির সাথে রক্ত যায়। নাকে জ্বালা। নাকের ঘ্রাণ শক্তি লোপ পায়। সাইকো-টিউবার রোগীদের সর্দি প্রবণতা। মুক্ত বায়ুর আকুতি।

নাক ঢিবি (অরাম ট্রিপ, অ্যামন কার্ব, লাইকো, নাক্স, ফসফরাস, স্যাম্বুকাস)। শিশুরা নাক দিয়ে শ্বাস ফেলতে পারে না (লাইকো, নাক্স, সিফিলিনাম, অ্যামন কার্ব)। অসহ্য চুলকানী। নাক দিয়ে রক্তস্রাব। শিশুরা নাক ঘর্ষণ করে। সর্দির সময় রুচির অভাব। নাকব ফোলা, ব্যথা। ভেতরে ঘা। নাকে পলিপাস, (ক্যাল্কেরিয়া, স্যাঙ্গুনেরিয়া,

টিউক্রিয়াম)।

মুখ ও মুখমণ্ডল—মসৃণ মুখাকৃতি। হলদে বা সবুজাভ দেখায়। চোখের চারধার হলদে। মুখাবয়ব ভাঙ্গা। চক্ষু কোঠরাগত। মুখ জ্বালা। মাঝে মাঝে মুখে তাপের ঝলক। মুখের কোণায় জ্বর ঠুঁঠো। ব্যথা। মুখে ঘাম।

মুখ পুরনো ব্রণের দাগে ভর্তি। তার ওপর আবার নতুন দেখা দেয়। যুবক-যুবতীদের বয়ঃব্রণ (ক্যাল্কে. ফস, ক্যাল্কে. পিক)। সকালে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

মাড়ী ও ভিজের আড়ষ্টতা। ব্যথাযুক্ত। সাবমেক্সিলারী গ্ল্যান্ড ফুলা। মাঢ়ী মলিন।

দাঁত হলদে। দাঁতে স্নায়ুশূল। সে জন্যে রোগী অস্থির হয়ে পড়ে। নিদ্রা যেতে পারে না। চিৎকার করে। গরম জলে উপশম। সদৃশলক্ষণে অন্যান্য ওষুধ ব্যর্থ হওয়ায় এক রোগীনীর সাইকোসিসের ইতিহাস পেয়ে মেডো-এম/১-এক কোর্সের ২ দাগেই সুনিদ্রা হয়। জিভে ও মুখে ঘা। লালা থাক বা নাই থাক—লক্ষণ সমষ্টিই এখানে বড় কথা।

জিভে ময়লা, হলদে বা বাদামী। জিভে স্ফোটক। কুব যন্ত্রণাদায়ক। রুচিহীনতা। কিছুতেই রুচি নেই। মুখে দুর্গন্ধ। বিশেষতঃ সকালে। সকালে মুখে তামাটে স্বাদ। নিজের কাছেও বিশ্রী লাগে। মুখ ধোয়ার আগে কারও কাছে বসতে লজ্জা। রাতে মুখে আঠালো লালা পড়ে। অথবা মনে হয় যেন মুখের ভেতরটা শুষ্ক। ভেতরে জ্বালা।

রোগীলিপি—নিলুফার বেগম। ১৭ বছর। স্বামী জনাব তাজুল ইসলাম। কক্সবাজার। গত ১৫/১১/৬৫ চিকিৎসার জন্যে আহুত হয়ে দেখি বর্তমানে ৫ মাসের গর্ভ। মুখে ঘা, গন্ধ নেই। লালাও নেই। জিভের উভয় পাশে সাদা। জিভ শুষ্ক। ডান পাশে টনসিল ফোলা। ব্যথা। ঢোক গিলতে ব্যথা। কোনও কিছু খেতে অপারগ। কথা বলতে কষ্ট।

পিপাসা বেশী। পায়খানা নিয়মিত। প্রস্রাব খুব বেশী। শ্বেতপ্রদর। ঘন। সাদা। গন্ধ নেই।

হাত পা জ্বালা। মাথা জ্বালা। ঘুম খুব কম। স্বপ্ন-বহুল নিদ্রা। মরা মানুষের স্বপ্ন। শান্ত মেজাজ। স্মৃতি কমে গেছে।

স্বামীর গণোরিয়া হয়েছিল। মা বাবার বাত-ব্যাধির ইতিহাস।

চিকিৎসা—মেডো-এম/১- প্রথম কোর্সেই ৭৫% ভার। এম/২- দ্বিতীয় কোর্সে প্রদর ইত্যাদি কমতে আরম্ভ করে এবং সর্বমোট এম/৬ পর্যন্ত সেবন করার পর সবদিক দিয়ে ভাল। তারপরে এম/১ থেকে এম/৪ পর্যন্ত সালফার, ৪ কোর্স। রোগিণী ভাল। যথাসময়ে তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এখনও পর্যন্ত মা ও শিশু ভালই আছেন।

ঘাড়, গলা ও পৃষ্ঠদেশ—ঘাড়ে ব্যথা, ফেরাতে পারে না। ফিক ধরা (কলোসিন্থ, টিউবার)। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বৃদ্ধি। সুস্থ মানুষ রাত্রে ঘুমিয়েছেন, সকালে উঠে দেখেন ঘাড় নাড়তে পারেন না। ঘাড়ের আড়ষ্টতা। এই সব ক্ষেত্রে সাইকোসিসের ইতিহাস বা স্বোপার্জিত গণোরিয়া পাবেন। পৃষ্ঠদেশ থেকে জ্বালা আরম্ভ হয়ে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মাথায় যায়। পৃষ্ঠদেশে জ্বালানুভূতি।

এক কাঁধের ব্যথা অন্য কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত। ঘাড় ফেরাতে কষ্ট। ঘাড়ের গ্ল্যান্ড ফোলে। ঢোক গিলতে কষ্ট। স্কন্ধ ফলক থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত খিচ ধরা ব্যথা।